SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

তিব্বতে কাব্যাদর্শ – এক অধ্যয়ন

Abhirup Choubey
Dept. of Sanskrit, Pali & Prakrit
Visva Bharati University
Santiniketan, Bolpur, West Bengal, India
Email: abhirupchoubey01@gmail.com

Abstract: The 'Kāvyādarśa' of Daṇḍīn (7thcentury AD) a one of the outstanding books on Indian poetic through after Daṇḍīn. This work was not so much recognized by the latter poeticians as he deserved. During the 7th century onwards Tibet developed a very good connection with India. Lots of books on Buddhism was taken to Tibet and was translated in Tibetan language. It is found that many Non-Buddhist texts also went to Tibet, was translated and commentaries was also composed them. 'Kāvyādarśa' was one of such texts. The paper deals with the value of 'Kāvyādarśa' in field of Tibetan poetics through centuries.

Keywords: Daṇḍīn, Kāvyādarśa, Tibet, Alaṃkāraśāstra

ভূমিকা—

আশ্চর্য কিংবদন্তীর দেশ এই তিব্বত। তুষারময় পরিবেশের মতো তার প্রাচীন ইতিহাসও রহস্যময়। তিব্বতের সাথে ভারতবর্ষের প্রথম যোগাযোগের কোনো ইতিহাস জানা যায় না[1]। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রবেশ করার পূর্বেই যে ভারতবর্ষের সাথে তিব্বতের যোগাযোগ ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই[2]। অনেক পণ্ডিতের মতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীতে রাজা 'হ্লা থো থো রি গিয়েন্টসেন' (Hla Tho Tho ri gyantson) রাজত্বকালে।

তিব্বতী সাহিত্যের বেশিরভাগই গ্রন্থই ভারতীয় পুঁথির অনুবাদ। তিব্বতে যেসকল সংস্কৃত গ্রন্থ নিয়ে যাওয়া হয়,তাদের অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যবিষয়ক[3] ৭ম শতাব্দীতে রাজা সোঙ্ সন্ গম্ পো তাঁর প্রধানমন্ত্রী বৈয়াকরণ 'থোন্ মি সম্ভোট' কে (Thon mi Sambhota) অপর ১৬ জন বিদ্যার্থীসহ ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন, উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন ভারতীয় লিপির ভিত্তিতে প্রাচীন তিব্বতী লিপির সংস্কারসাধন ও ভারতীয় বিদ্যার অধ্যয়ন। ভারতবর্ষের সাথে এই ঐতিহাসিক যোগাযোগ তিব্বতী সাংস্কৃতিক জীবনের এক যুগান্তকারী ঘটনা।

তিব্বতী লিপির সংস্কার সাধনের জন্য 'থোন্ মি সম্ভোট্' (Thon mi Sambhota) ব্যাকরণ গ্রন্থ ও স্তোত্র রচনা করেন। থোন্ মি সম্ভোট্ আগমনের পর থেকেই তিব্বতে আসতে থাকে বহুমূল্য বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধদর্শনের গ্রন্থ ও আরম্ভ হয় ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ ।

খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর পর থেকেই অসংখ্য তিব্বতী কবি তাঁদের নিজস্বরীতিতে কাব্য রচনা করতে থাকেন। অজস্র রীতিকে আত্মগত করার জন্য প্রয়োজন একটি পূর্ণ অলংকারগ্রন্থ। তিব্বতী অলংকারশাস্ত্রগ্রন্থের অভাবে ভারত থেকে তাঁরা নিয়ে যান অলংকারশাস্ত্রের অন্যতম আকর গ্রন্থ আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শ। এদিকে তিব্বতের সাথের ভারতের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হওয়ার অব্যবহিত পড়েই 'ছোগ্যাল' (Cho Gyal) বংশের ৩৭তম বিদ্যোৎসাহী রাজা 'খ্রি সোঙ্ দ্যু তান্' (Khri Srang Ideu Bstan) নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শান্তরক্ষিত কে তিব্বতে আহ্বান জানান। তবে প্রথমবার তিনি বোন পো[4] দের আধিক্যহেতু বিশেষ কোনো কাজ করতে পারেননি। ৮ম শতাব্দীতে গুরু পদ্মসম্ভব ও শান্তরক্ষিতের মিলিত প্রচেষ্টায় তিব্বতের প্রখ্যাত 'সাম ইয়ে' (Bsam Yas)

মহাবিহার নির্মিত হয়। সেখানেই ভারতীয় বৌদ্ধতন্ত্রের নানান বহুমূল্যবান গ্রন্থ ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ছোগ্যাল বংশের ৪০তম রাজা 'রাল পা চেন' (Ral pa can) ১০ম শতাব্দীতে ভারত থেকে বহু পণ্ডিতকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন ও তিব্বতের বিখ্যাত 'Sa Skya' মহাবিহারে ব্যাপকভাবে ভারতীয় কাব্যসাহিত্যের অনুবাদ কার্য শুরু হয়।

আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শ 'জ্যুগ্ পা চেন' (Dbyug.Pa.Can) অনুবাদও এই সময়ে শুরু হয়। এই অনুবাদ কার্য আরম্ভ করেন 'কুঙ্ গা গ্যালট্সেন' (Kung Ga Gyal Tsen)[5]। তিব্বতী ভাষায় কাব্যাদর্শের সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন শাক্যপণ্ডিত 'কুঙ্ গা গ্যালেট্সন'। তিনি সম্পূর্ণ কাব্যাদর্শের তিব্বতী অনুবাদ করেননি, শুধুমাত্র কাব্যাদর্শের কয়েকটি স্তবকের অনুবাদ করেন। তিনি দণ্ডীর কাব্যাদর্শের শ্লোকের প্রায় ৬০০টি পদ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর এই অনুবাদ তিব্বতী সুধীসমাজে 'খে পা লা জুগ্ পাই গো' (Mkhas pa la jug pai sgo) অর্থাৎ 'বিবুধগৃহদ্বারম্' বা 'Gateway of Scholarship' নামে পরিচিত। কাব্যাদর্শের অনুবাদ যে তিব্বতীদের কাছে কতখানি গুরূত্বপূর্ণ তা 'বিবুধগৃহদ্বারম্' দ্বারা অনুধাবন করা যায়। তিব্বতী ভাষায় সম্পূর্ণ কাব্যাদর্শের অনুবাদ করেন খ্যাতনামা পণ্ডিত 'সোঙ্ তান্ দোরজি গ্যালেট্সন' (Son-Ton rDo-rje rGyal-mTshan)। এই দুটি অনুবাদের মধ্যে 'সোঙ্ তান্ দোরজি গ্যালেট্সন'-এর অনুবাদই কাব্যাদর্শের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও প্রামান্য তিব্বতী অনুবাদ। 'এ্যান্ ঙাগ্ মে লোঙ্'এর 'Snan Dnage me lori' অনুবাদকার্য ও এই সময় আরম্ভ হয়। কাব্যাদর্শের তিব্বতী Xylograph বা কাষ্ঠফলক লিপ্যন্তর (Transliteration)ও ভাষা সহ তানজুর্ Mdo Sesde dge Cordior vol. III পৃ.৪৬৫ এ সংকলিত আছে[6]। কাব্যাদর্শের একজন স্বতন্ত্র তিব্বতী অনুবাদক হলেন Mi. pham. Dge. Legs. Rnam. Rgyal.[7]।

কাব্যাদর্শের অনুবাদ তিব্বতীদের কাছে ভারতীয় চিন্তার এক নূতন দিক্ উন্মোচিত করল যা স্বল্পকালের মধ্যেই সমগ্র কবিকুলের রচনারীতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল। কিন্তু এই কাজ তাঁকে স্বল্পকালের মধ্যেই বন্ধ করতে হয়, কেননা ৭ম শতাব্দীর আলংকারিক আচার্য দণ্ডী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ। তাঁর গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধভাবনাহীন হওয়ায় তিব্বতী বৌদ্ধমননশীল সমাজ এই অনুবাদের ঘোর বিরোধিতা করেন ফলে অনুবাদকার্য সাময়িকভাবে বন্ধ হয়[8]।

এইসময়ে মাঙ্গোলিয়ার রাজপুত্র 'গোদন'(Godon) জ্ঞানবৃদ্ধ মহামান্য শাক্য পণ্ডিতকে শাক্যমহাবিহার থেকে তিব্বত ও মাঙ্গোলিয়ার সীমান্তে কোকোনর প্রদেশে নিয়ে যান, সঙ্গে যান তাঁর ভাগিনেয় 'ছো গ্যাল ফাগ পা' (Cho gyal phag pa)।ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে কোকোনরে ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ কার্য পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। পরবর্তীতে শাক্যপণ্ডিত 'ছো গ্যাল ফাগ পা' হস্তে অনুবাদের এই দায়িত্বভার অর্পণ করেন । খ্যাতনামা পণ্ডিত 'সোঙ্ তেন দোরজি লো চা বা'[9] (Shong Ten dorji lo tsa ba) ভারতীয় পণ্ডিত লক্ষ্মীংকরের সাহায্যে এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন[10]। তিব্বতে কাব্যাদর্শের জনপ্রিয় ভাষ্যগুলির মধ্যে, যা উলান বাতোর (Ulan Bator) এর তিব্বতী রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল— তিব্বতী শিক্ষার্থী Mipham dGe-leg rNam-rGyal's (Mipham Gelek Namgyal) রচিত sNan nag gi bstan bcos chen po me lon la jug pai bsad sbyar dandi's dgons rgyan (Introductory Commentary on Kāvyādarśa so called – An ornament of Daṇḍīn's opinion)

খুব স্বাভাবিকভাবেই কেন তিব্বতী বৌদ্ধমননশীল সমাজ ভারতীয় বিপুল অলংকারসাহিত্য থেকে একমাত্র কাব্যাদর্শকে চয়ন করলেন এ প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত। কেননা একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ধ্বনিপ্রস্থানের প্রবক্তা আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থটি সুধীসমাজের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত অলংকারগ্রন্থ। এছাড়াও ভামহের কাব্যালংকার (৬ষ্ঠশতাব্দী), কুন্তকের 'বক্রোক্তিজীবিত' (৯ম শতাব্দী) রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' (৯ম শতাব্দী) মম্মটের অতি উপাদেয়

'কাব্যপ্রকাশ' (১২শ শতাব্দী) ইত্যাদি অসংখ্য জনপ্রিয় অলংকারগ্রন্থ।

যদিও নৃপতুঙ্গ বা অমোঘবর্ষ রচিত 'কবিরাজ মার্গবিজয়' নামক কানাড়ী অলংকারগ্রন্থে (৮ম শতাব্দী) এবং সিংহলের অলংকারগ্রন্থ 'সিয়া বাস লকার' — এ (Sia bas lakara ৮ম শতাব্দী)[11] দণ্ডীর উল্লেখ ও কাব্যাদর্শ থেকে উদ্ধৃতি দেখা যায়। ভারতীয় অলংকারিকগণ দণ্ডীর সম্বন্ধে প্রায় নীরব। একমাত্র ১৭শ শতাব্দীতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রমনীয়ার্থপ্রতিপাদকশব্দত্বকে কাব্যলক্ষণরূপে নির্ধারণ করেন। তিনি আচার্য দণ্ডীর কাব্যসংজ্ঞার নবীকরণ করতে প্রয়াসী হন। অলংকারের ধারাবাহিক গ্রন্থগুলিতে বিশেষভাবে আচার্য দণ্ডীর উল্লেখ না থাকলেও বর্হিভারতে সুধীসমাজে দশম শতাব্দীর মধ্যেই দণ্ডীর কাব্যাদর্শ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। যার প্রমাণ কাব্যাদর্শের তিব্বতী অনুবাদ ও পরবর্তীকালে সিংহলী ভিক্ষু রত্নশ্রীজ্ঞানের রচিত কাব্যাদর্শের উপাদেয় সংস্কৃত টীকা 'রত্নাপণ'। এছাড়াও ভারতেও তাঁর জনপ্রিয়তা সাক্ষ্যবহন করে কাব্যাদর্শের অন্ততপক্ষে ১৫টি টীকা। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল— 1.তরুণবাচস্পতিকৃত টীকা, 2.অজ্ঞাতটীকাকার কৃত হৃদয়ঙ্গমা টীকা, 3. হরিনাথ কৃত মার্জনা টীকা, 4. কৃষ্ণকিঙ্কর তর্কবাগীশ কৃত কাব্যতত্ত্ববিবেককৌমুদী টীকা, 5. বাদিজঙ্গল কৃত শ্রুতানুপালিনী টীকা, 6. নরসিংহসূরির মুক্তাবলী, 7.প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের মালিন্যপ্রোঞ্ছনী, 8.রত্নশ্রীজ্ঞান কৃত রত্নশ্রী টীকা, 9. নৃসিংহদেবশাস্ত্রী কৃত কুসুমপ্রতিমা টীকা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শাঙ্, তোন্, দোরজি, গ্যালটেসন, লো চা, এরা প্রত্যেকেই একটি করে কাব্যাদর্শের টীকা রচনা করেন। এছাড়াও সিকিম থেকে কাব্যাদর্শের একটি টীকা প্রকাশিত হয়। এই টীকাগুলিই তিব্বতে আচার্য দণ্ডীর জনপ্রিয়তার সাক্ষ্যবহন করে। উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে কাব্যাদর্শ গ্রন্থটি তিব্বতী টীকা টিপ্পনী সহ তিব্বতের সাহিত্য আলোচনার একমাত্র গ্রন্থ হয়ে উঠে। অল্পদিনেই দণ্ডী তিব্বতের বিদ্বৎসমাজে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করে। আচার্য দণ্ডীকে যথাযথ মর্যদা দিয়েছে তিব্বতের মননশীল সমাজ। বিপুল অলংকারশাস্ত্র একমাত্র কাব্যাদর্শকেই চয়ন করে তাঁরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করেছেন।

Endnotes

1. Ke sar saga, The Asiatic Society of Bengal, Introduction S.K Chatterjee
2. ঐ
3. তিব্বতী সাহিত্য, নিখিল সেন
4. বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রবেশ করার বহু পূর্ব থেকেই সেখানে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ছিল বোন (Bon) ধর্ম , যার উপাসকদের বলা হয় বোনপো।
5. Tibetan Review XIV.3 P.33
6. Kāvyādarśa – SANSKRIT AND TIBETAN TEXTS -ANUKUL CHANDRA DAS, UNIVERSITY OF CALCUTTA 1939 , P.XVII
7. ঐ
8. ঐ p. 33-34
9. লো চা বা শব্দটির অর্থ হল অনুবাদ।
10. Tibetan Review XIV.3 P.33
    P.V.Kane History Of Sanskrit Poetices , Motilal Banarsidas p.100)

Bibliography

- Ke sar saga, The Asiatic Society of Bengal, Introduction S.K Chatterjee
- Tibetan Review XIV.
- P.V.Kane History Of Sanskrit Poetices , Motilal Banarsidas
- Kāvyādarśa – SANSKRIT AND TIBETAN TEXTS -ANUKUL CHANDRA DAS, UNIVERSITY OF CALCUTTA 1939.
- ASIAR SAHITYA , Nikhil Sen , প্রথম প্রকাশ সেপ্টম্বর ১৯৫০, কলিকাতা ৯।

———